পয়গম্বর

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

মূল
জয়নুল আবেদিন রাহ্‌নুমা

অনুবাদ
এম রুহুল আমিন

Academia Publishing House Ltd

উৎসর্গ

হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। (১৭: ২৪)

সূচি

মুখবন্ধ ix

ভূমিকা xii

প্রথম দৃশ্য
আনুশিরওয়াঁর রাজদরবার xxii

দ্বিতীয় দৃশ্য
রূপকর্ষের আরেক বিস্ময় যাস্টিনিয়ানের রাজদরবার xxxvii

প্রথম খণ্ড

১. বিনয়ী এক মহান কর্মবীর ০২
২. যমযম কূপ ০৮
৩. যে অশ্রু মাটি সিক্ত করেছিল ১৭
৪. কান্নার মাঝে হাসি ২৫
৫. ফাতিমার ভালোবাসা ৩৩
৬. আবেগের জ্বলন্ত শিখা ৩৭
৭. অদৃষ্ট খণ্ডানো যায় না ৪২
৮. অদ্ভুত এক ছবি ৪৮
৯. মনের চেয়ে হৃদয়ের অনুভূতিই গভীরতর ৫১
১০. সে কোথায় ৫৩
১১. ফাতিমার করুণ পরিণতি ৫৭
১২. আল্লাহ নিজেই তাঁর ঘর রক্ষা করেন ৬৫
১৩. আনুশিরওয়াঁর স্বপ্ন ৭৩
১৪. যে শিখা অনির্বাণ ৭৬
১৫. মরু প্রান্তরে ৮০
১৬. তিমির দিগন্ত থেকে ৮৯
১৭. অশ্রু বিজড়িত এক স্মৃতি ৯৬

১৮. আর একটি মর্মান্তিক যন্ত্রণা ১০১
১৯. বহিরার অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী ১০৫
২০. আল্লাহ সব দেখেন ১২১
২১. রজনী শেষ হয় না ১২৫
২২. আঁধার কেটে আলো ১৪৫
২৩. খাদিজা রা. ১৫০
২৪. মুহাম্মদ সা.-এর ভাগ্যাকাশে নতুন নক্ষত্র ১৫৬
২৫. যে ভালোবাসা এক নতুন পৃথিবীর জন্ম দিয়েছিল ১৬১
২৬. সত্যের সন্ধানে মুহাম্মদ সা. ১৬৪
২৭. মুহাম্মদ সা. ও কুরাইশ বংশ ১৬৯
২৮. পাঠ করুন ১৭৪

দ্বিতীয় খণ্ড

২৯. আকাশ মরুর প্রভু ১৮৮
৩০. মৃদু সমীরণের মতো বয়ে যাওয়া স্বপ্নিল দৃশ্য ১৯৩
৩১. আল্লাহ অতি মহান ১৯৬
৩২. আল্লাহ আপনাকে ত্যাগ করেননি ২০১
৩৩. প্রাচীন বিশ্বাস ও নব উদ্দীপনা ২০৩
৩৪. যুবকদের ধর্মবিশ্বাস ২১১
৩৫. স্বপ্নের শক্তি ২১৪
৩৬. পৌত্তলিকতা হতে আল্লাহর ইবাদত ২২১
৩৭. দোজখের আগুন হতে তোমাদের বাঁচাও ২২৭
৩৮. মুহাম্মদ সা. ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ২৩১
৩৯. আমার হাতের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে ২৩৯
৪০. মহিলাটি কখনো আমাকে দেখতে পাবে না ২৪১
৪১. প্রথম হিজরত ২৪৩
৪২. আসমান পানে এক পলক ২৪৬
৪৩. আমিই এ কাজ করব ২৪৮
৪৪. একজন কবির প্রয়োজন মদ ও ভালোবাসা ২৫১

৪৫. ক্রোধ দয়ার দরজা খুলে দেয় ২৫৪
৪৬. আমার প্রভু আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন ২৫৯
৪৭. কুরাইশ নেতাদের চুক্তি ২৬১
৪৮. এক অলৌকিক কর্মী ২৬৭
৪৯. আবিসিনিয়ার রাজা নেগাসের রাজদরবার ২৭৩
৫০. সবাই সিজদায় গেল ২৮২
৫১. পর্বতমালায় কণ্ঠস্বর ২৮৫
৫২. মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল ২৯২
৫৩. তুমি যদি আমাদের মধ্য থেকে চলে যাও ২৯৫
৫৪. খাদিজা রা. মহানবির মিশনে শরিক হন ৩০০
৫৫. খাদিজা রা.-এর শেষ চাহনিতে কী ছিল? ৩০৩
৫৬. মুহাম্মদ সা.-এর জীবনের কঠিনতম দিনগুলো ৩০৬
৫৭. এই মানুষটি সঠিক ৩১৯
৫৮. নৈশভ্রমণ ও মিরাজ ৩২৪
৫৯. মক্কায় ইসলামের আলো ৩৩৪
৬০. রাতের গভীরে ৩৩৯
৬১. অন্তর কেঁপে উঠলো ৩৫১
৬২. নতুন ও পুরাতন পৃথিবীর মাঝে ৩৫৮
৬৩. নতুন যুগের সূচনা ৩৬৩

তৃতীয় খণ্ড

৬৪. ছোট্ট মরু কাফেলা ৩৭৪
৬৫. দু'ধরনের মনোবল ৩৭৭
৬৬. প্রথম পবিত্রকরণ ৩৮১
৬৭. আমার ঘর, আমার নামাজ ও আমার শাশ্বত বিশ্রামের স্থান ৩৮৪
৬৮. বলুন, হে সালমান রা. ৩৯১
৬৯. সালমান রা.-এর ইসলাম গ্রহণ ৩৯৫
৭০. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. ৪০৫
৭১. ভ্রাতৃত্বের চুক্তি ৪০৯

৭২. তাঁর আংটি ও ব্যক্তিত্বের সীলমোহর ৪১৫
৭৩. একক সমাজ গঠন ৪১৯
৭৪. ইহুদি সম্প্রদায়ের মাঝে ৪২৫
৭৫. আল্লাহর কসম, তাঁর চেয়ে উত্তম আমি কখনো কাউকে দেখিনি ৪৩২
৭৬. এসো, আমরা তার অস্তিত্ব বিলীন করে দিই ৪৩৮
৭৭. হাড়টি আমাদের গলায় বিঁধেছে ৪৪৩
৭৮. তরবারির পরিবর্তে অশ্রুর ঝলকানি ৪৪৮
৭৯. রসুল সা.-এর শহরে যা ঘটেছিল ৪৫২
৮০. রিসালাতের নূর পৃথিবীকে আলোকিত করল ৪৫৯
৮১. তরবারির ছায়াতলে জান্নাত ৪৬৮
৮২. মক্কার জীবনীশক্তি ৪৭২
৮৩. পৌত্তলিকতাকে চিরতরে কবরস্থ করা হলো ৪৭৮
৮৪. চল, তাদের দেখিয়ে দিই ৪৮৫
৮৫. আস্থা ও সন্দেহের তুলনা ৪৮৮
৮৬. প্রথমে বন্দিদের উদ্ধার তারপর প্রতিশোধ গ্রহণ ৪৯৪
৮৭. আল্লাহ সবচেয়ে বেশি কী ভালোবাসেন ৪৯৬
৮৮. জয়-পরাজয় ৫০১
৮৯. মুহাম্মদ সা.-এর আনুগত্য ৫১৪
৯০. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা.-এর কাহিনি ৫২০
৯১. বিদ্যুতের ঝলকানিতে দেখা ছবি ৫২৫
৯২. পরকালের বাহিনী ৫৩০
৯৩. পারস্যের সম্রাটের প্রতি আল্লাহর রসুল সা.-এর পত্র ৫৩৩
৯৪. কে তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে? ৫৩৮
৯৫. বিদায়ের বছর ৫৪৫
৯৬. যে আলো কখনো নির্বাপিত হবে না ৫৫০
৯৭. পরকাল ৫৫৬

গ্রন্থপঞ্জি ৫৬৫

মুখবন্ধ

১৮৯০ সালে ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী'র The Spirit of Islam প্রথম প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম লেখকদের দৃষ্টিতে ইংরেজি ভাষাভাষীগণ মহান পয়গম্বর সা.-এর জীবনী পাঠের তেমন সুযোগ পায়নি। সেজন্য একজন বিখ্যাত ইরানী লেখকের মহানবি সা. সংক্রান্ত বর্তমান উল্লেখযোগ্য জীবনী গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদের আবশ্যক হয়ে পড়ে। ইরানে এ গ্রন্থটির সতেরটি সংস্করণ বেরিয়েছে এবং ইংরেজিতেও এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অমুসলিম লেখকদের জন্য এ গ্রন্থটির আরো একটি উপকারিতা রয়েছে। প্রথমত, গ্রন্থটি ইসলামে অবিশ্বাসীদের জন্যই লেখা হয় আর সে জন্য নাস্তিকদের উদ্দেশে এটি কোন মিশনারী প্রচারের মত কিছু নয়, যেমন সৈয়দ আমীর আলী'র গ্রন্থটি নিশ্চিতভাবেই মিশনারী তৎপরতার অংশ হিসেবে লিখিত।

রাহ্নুমা তাঁর নিজস্ব ভূমিকাতেই কিছুটা বিস্তারিতভাবে গ্রন্থটি লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তথা যে উদ্দেশে তিনি গ্রন্থটি লিখেছেন সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। 'আমার উদ্দেশ্য হলো লেখককে পাঠকের সামনে পরিচয় করিয়ে দেয়া'।

জয়নুল আবেদীন রাহ্নুমা ইরানের নেতৃস্থানীয় জনপ্রিয় ব্যক্তিদের একজন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তথা উভয় সংস্কৃতির সাথেই সুপরিচিত ছিলেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের চেয়েও বেশি সময় ধরে তিনি একজন সক্রিয় সাংবাদিক ও প্রকাশক হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯১৬ সালে The Daily Iran প্রকাশের পর থেকেই তিনি এর সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি এই পত্রিকার মালিক হন। এরপর তাঁর একটি প্রধান কাজ হয় স্বাধীন দৈনিক হিসেবে এর প্রকাশনা চালিয়ে নেয়ার জন্য সরকারের সাথে এর অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাঁর স্পষ্টবাদী আচরণের জন্য ১৯৩৫ সালে তাঁকে ইরান ছাড়তে হয় এবং পত্রিকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অন্যের হাতে অর্পণ করেযেতে হয়। কিন্তু ১৯৪১ সালে মরহুম রেজা শাহের সিংহাসন ত্যাগের পর রাহনুমা দেশে ফিরে এসে পত্রিকাটির দায়িত্বভার পুনরায় গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে তেহরান ও ইরানের সকল প্রভাতী পত্রিকার মধ্যে এটি নেতৃস্থানীয় মান অর্জন করে।

রাহ্নুমা ঐ সময়ের পর থেকে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এগুলোর মধ্যে ১৯৪২ সালে ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার, ১৯৪৫ সালে প্যারিসের ইরান দূতাবাসে ইরানিয়ান মিনিস্টার এবং ১৯৪৬ সালে সিরিয়া,

ভূমিকা

প্রথম সংস্করণ (মূল ফার্সী ভাষা থেকে)

> (হে মুহাম্মদ!) বলুন, 'আমি তোমাদেরকে এ কথা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহতাআলার বিপুল ধন-ভাণ্ডার রয়েছে, না (এ কথা বলি যে) আমি গায়েবের খবর রাখি! একথাও বলি না যে, আমি একজন ফিরিশতা। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি'; আপনি বলুন, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি কখনো সমান হতে পারে? তোমরা কি অনুধাবন কর না?' (৬ ঃ ৫০)

তেহরান ছেড়ে যাওয়ার সময় আমি মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। দীর্ঘ পনের বছর বিভিন্ন উত্থান - পতনের মাঝে পত্রিকা সম্পাদনা ও সাংবাদিকতার সাথে চলতে গিয়ে অন্য কোন পেশায় জড়িত না হয়েও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তখনকার সরকারের হস্তক্ষেপের দরুন আমার নিজের প্রকাশিত যে দৈনিক *ইরান* পত্রিকার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য এত কঠোর পরিশ্রম করি এবং সে চেষ্টার পেছনে আশা ছিল পত্রিকাটিকে দেশের সবচেয়ে উন্নত দৈনিকে পরিণত করবো অথচ আমাকে সে পত্রিকাটিই ত্যাগ করতে হলো।

অনুভূতি ও দর্শন নিয়ে দেশের বাইরে কাটাবার এখন সময় হয়েছে, যে অনুভূতি ও দর্শন হবে বায়ুর ন্যায় মুক্ত, যে অনুভূতি ও দর্শন পাঠকদের হৃদয়ে কিছু আধ্যাত্মিক দ্যুতির সৃষ্টি করবে, যার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে একটি সম্পর্ক সৃষ্টির অবকাশ ঘটবে। পলায়নপর জীবনে এই ভ্রমণকারীকে তার আবেগের কিছু প্রশান্তি ও স্থিরতা প্রদান করবে। আমার দর্শন মানুষের বহু বছরের জীবনের শ্রমে কোন আঘাত হানবে না এবং তৎক্ষণাৎ মানুষের জীবনের সমগ্র ভিত্তি ও অস্তিত্বে কোন সর্বনাশও ডেকে আনবে না। যা হবার হয়েছে। রাজনীতি থেকে হাত গুটিয়ে এনে আমরা নীরব ভূমিকা পালন করছি। রাজনীতিবিদদের নিকটেই রাজনীতিকে ছেড়ে দিয়েছি। তা সত্ত্বেও আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির জন্য আমাদের হৃদয়ে সবচেয়ে বেশি টান রয়েছে। এ টানকে অন্যদিনের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছি যখন ভাগ্য নিজেই সত্য জিনিসকে প্রকাশ করবে এবং জালিমের হাতকে ধ্বংস করে দেবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমি যখন তেহরান ছেড়ে যাই তখন রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত নয় এমন কোন বিষয়ের ওপর লিখতে চেয়েছিলাম। অনেকদিন থেকে

আমি রসুল সা.-এর জীবনী লেখার ব্যাপারে আকৃষ্ট হচ্ছিলাম। এভাবে একদিন রসুলে করীম সা.-এর জীবনী লেখা শুরু করি।

যে গ্রন্থটি এখন আপনারা আপনাদের সামনে দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে আলো ও আঁধারের ইতিহাস। এটি এমন একটি দীর্ঘ রজনীর কাহিনী যা উজ্জ্বল প্রভাতে পরিণত হয়েছে।

এটি এমন একজন মানুষের জীবনেতিহাস, যাঁকে এরূপ একটি পোত নির্মাণে নিযুক্ত করা হয়েছিল যার পাটাতনের ওপর যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ আদম সন্তানের ভাগ্য সমুদ্রের বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মাঝে জন্মগ্রহণ করেছিল। এই পোত আজও আমাদের চোখের সামনে। পোতের সে পতাকা গর্বিত বাণীর পাল তোলে ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. তাঁর বান্দা ও রসুল।"

সবাই মুহাম্মদ সা.-এর নাম শুনেছে এবং সবাই তাঁর ধর্ম ইসলামের কথা কিছু না কিছু জানে।

অগণিত মানুষ তাঁর উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছে এবং বেশি হোক বা কম হোক তাঁর বাণী থেকে শিক্ষা লাভ করেছে। অনেকেই তাঁর নবুওতে বিশ্বাস করে থাকে। আবার কেউ কেউ তাঁর সামাজিক নেতৃত্বের অনুসরণ করে। কেউ কেউ তাঁকে একজন প্রশাসক হিসেবে দেখে থাকে। আবার কেউ কেউ তাঁকে আক্রমণও করে থাকে। এসবের উদ্দেশ্য হলো এমন একটি ব্যাপক ভিত্তিক গ্রন্থের সন্ধান করা, যার মধ্যে তাঁর যুগের পরিচয় পাওয়া যাবে। ঐ যুগ প্রকৃতপক্ষে কেমন ছিল? ঐ সমাজ কাঠামোই বা কেমন ছিল, বিভিন্ন রীতিনীতি, আচার-আচরণ, চিন্তা-দর্শন ও তাদের সামাজিক শ্রেণি বিভাগসহ মানুষ কেমন ছিল - এর একটি সমীক্ষা এ গ্রন্থে পাওয়া যাবে। এছাড়া যুদ্ধ ও শান্তি, বিবাহ ও অন্যান্য উৎসব এবং বৃদ্ধ ও তারুণ্যের মধ্যকার তখনকার বিরাজিত সম্পর্কেরও পরিচয় এ গ্রন্থে পাওয়া যাবে। ঐ সময় এ বিশ্ব কেমন ছিল এবং কাদের দ্বারাই বা তা শাসিত হতো? মক্কা নগরী কেমন ছিল, কারা এ নগরীতে বসবাস করতো? তাঁদের কি ছিল পেশা, কেমন ছিল তাদের নৈতিকতা, বিশ্বাস আর মূলনীতি?

তারা কিভাবে জীবন-যাপন করতো এবং কি ধরনের আইন-কানুন দ্বারা তারা শাসিত হতো? কোন ধরনের ঘটনায় তারা তাদের দর্শন বদলের কথা ভাবত? তাদের সাহিত্য কেমন ছিল? তাদের নারী-পুরুষেরাই বা কেমন ছিল। কেমন ছিল তাদের প্রেম -প্রীতি, কৃষ্টি আর জ্ঞান-গরিমা?

গাল্পিক উপায়ে উপস্থাপন না করে সাক্ষ্য প্রমাণাদি সহকারে তাদের জীবনকে ছবির মত করে একটি গ্রন্থে সমাবেশ করতে হলে প্রচুর গবেষণা ও প্রচুর রেফারেন্স

প্রথম দৃশ্য

আনুশিরওয়াঁর রাজদরবার

আমি ন্যায়বিচারক বাদশাহর যামানায় জন্মগ্রহণ করেছি।

- মুহাম্মদ সা.

সেসিফনের পূর্বে অবস্থিত পারস্যের সাসানীয় সম্রাট আনুশিরওয়াঁর বিরাট রাজপ্রাসাদ তাক্-ই-কিসরাতে মহাসমারোহে আনন্দ উৎসব চলছিল। দীর্ঘ জীবনের অধিকারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথা আকেমেনীয় সভ্যতার তৎকালীন ঐতিহ্য দীর্ঘ রাজপথের দু'ধারের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রত্যেকের মাথায় শিরস্ত্রাণ। তাতে শুধু চোখগুলোই দেখা যাচ্ছে। বুকে পরিহিত লৌহবর্ম ছিল কোমর অবধি প্রলম্বিত। সম্রাট তাঁর বাম বাহুতে ধারণ করেছিলেন একটি ঢাল, হাতে ভারী বল্লম, কাঁধে তরবারি আর উভয় পাশে ধনুক। তাদের পেছনে পেছনে সারি সারি পদাতিক বাহিনী রাজপ্রাসাদে এসে হাজির হলো। সাতটি নগর নিয়ে সেসিফন নগরী। নগরীর জনগণ হাসি খুশিতে উচ্ছল। দিনের রাজকীয় উৎসবের কথা প্রত্যেকের মুখে মুখে।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে সৈনিকদের পদমর্যাদা অনুযায়ী পরিহিত বিভিন্ন ধরনের পোশাকে রাজ্যের আভিজাত্যেরই পরিচয় মেলে। তারা বুক খোলা লম্বা কোট পরিহিত, কজিবন্ধনী বাঁধা আর আজানুলম্বিত ঢিলে পাজামা তাদের জুতোকে দিয়েছে ঢেকে। ছোট বড় সকল দর্শকই তাদের সাধ্যানুযায়ী সুন্দর পোশাক পরিধান করে এসেছে। মহিলারা মনোরম পোশাকে সজ্জিত, সৈনিকদের সারির পেছনে তারা দণ্ডায়মান, মাঝে মাঝে একে অপরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিচুকণ্ঠে আলাপচারিতায় মগ্ন।

বৃহৎ বাগানটিতে নানা বর্ণের বড় বড় গাছের সমারোহ, ফুলবাগিচা, মার্বেল পাথরের গম্বুজ আর আকাশের দিকে মুখ করা ফোয়ারা শোভা পাচ্ছে। মৃদমন্দ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল নার্সিসাস ফুলের গন্ধ। অভ্যাগত অতিথিবৃন্দের মাঝে উৎসাহ আর সুখের আমেজ। বাগানের ঠিক মাঝখানে সম্রাটের ছয়তলা প্রাসাদ একরাশ গর্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে, স্বয়ং আনুশিরওয়াঁর নির্দেশে এর একাংশ নির্মিত। প্রায় ১২০ ফুট দীর্ঘ ডিম্বাকার প্রশস্ত খিলান প্রাসাদের উভয় প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই খিলানের বারটি ১৫৩ ফুট উঁচু মার্বেল পাথরের গম্বুজ। সাদা পাথরে নির্মিত প্রাসাদের বহির্ভাগের এসব গম্বুজের ভাস্কর্য, খোদিত কারুকাজ, বাগানের বৃক্ষ ও পুষ্পরাজি সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল।

কাভিয়ানী পতাকা যা সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রেই ওড়ানো হয়ে থাকে, রাজকীয় উৎসব ও সমাবেশে এই পতাকা উল্টাভাবে ওড়ানো হয়েছে। মনে হচ্ছিল প্রাসাদের ওপরে এটি কোনো যাদুমন্ত্র বলে উড়ছে, আর দর্শনার্থীদের দৃষ্টি সবার আগে সেদিকে নিবদ্ধ হচ্ছে। বিভিন্ন রঙের সাদা, লাল ও সবুজ বর্ণের মূল্যবান পাথরের ওপর উজ্জ্বল সূর্যের রশ্মি পড়ায় বিচিত্র বর্ণচ্ছটা বিকীর্ণ হচ্ছিল। দৈর্ঘে ১৮ ফুট ও প্রস্থে ১১ ফুটের এ পতাকাটিকে বাতাসও নড়াতে পারছিল না।

এ মহান পতাকা উন্মুক্ত করার সাথে সাথে পারসিকদের দেশপ্রেম জেগে উঠলো। তাদের মনে উদিত হলো অতীত ও বর্তমান ঘটনার কথা। কি আশ্চর্যের ব্যাপার, একজন পারসীয় কর্মকারের অ্যাপ্রন পতাকা হিসেবে কৃষক থেকে বাদশাহ নির্বিশেষে সকল পারস্যবাসীর একজন ধ্রুবতারকা হয়ে থাকবে। ধ্রুব তারকাসম এই পতাকা পারসীয় বাহিনীর সম্মুখে বা শুভ্র প্রাসাদ চূড়ায় বা রাজন্যবর্গের মাথার ওপর যেখানেই উড়তে থাকুক না কেন বস্তুত এটিকে শুভ লক্ষণ বা বিজয় ও সাফল্যের অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করা যাবে, যেহেতু এর মালিকই শুধু নির্যাতনমূলক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ও নির্যাতনমূলক শাসনের ধ্বংস সাধন করে পারসীয় জনগণের জাতীয় অধিকারকে রক্ষা করেন। এ পতাকা প্রতিটি যুদ্ধেই পারসীয়দের জন্য বিজয় এনে দেয়, আর প্রতিটি বিজয়ের পরেই আরেক গুচ্ছ রত্নের সমাবেশ ঘটায়। সুতরাং এটিকে পারস্যের স্বাধীনতার অনন্য মুক্তা বা বিজয় শতাব্দীর বিখ্যাত নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে।

মেহমানগণ ধীরপদে প্রাসাদে প্রবেশ করে দরবার হলের (Great Hall) ভেতরে ঘোরাফেরা করছিল। ১১৫ জানালার এ বিশাল দরবার হলটি প্রাসাদের ঠিক মাঝখানে। এর অনেকগুলো দেয়াল সোনা ও রুপার খোদাই করা কার্নিশে সাজানো। এর সুউচ্চ ছাদে ঝলমলকারী সোনালি তারকাগুলোকে এমন শৈল্পিকভাবে খচিত করা হয়েছে, যেগুলো রাশিচক্রের বারটি চিহ্নের মাধ্যমে গ্রহপুঞ্জের গতিবিধি নির্দেশ করতো। এর একপাশে জীবন্ত বৃক্ষের ছবি, এর শাখা-প্রশাখায় ময়ূর অঙ্কিত। আর মাথায় বিস্ময়কর এক প্রকারের ফুল, প্রাণবন্ত ও অবিকল পাখি, ফুল ও জন্তু-জানোয়ারের ছবিতে শোভিত। অপরপাশে তেজী ঘোড়ায় আসীন সবুজ গাউন পরিহিত সম্রাটের মোজাইককৃত আবক্ষ মূর্তি।

একটি হলঘরে দেখা যাবে কার্পেট, পারস্য দক্ষ কারিগর দ্বারা বিশেষ করে রাজকীয় প্রাসাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। 'রাজকীয় বসন্ত' নামে খ্যাত কার্পেটটি দৈর্ঘে ১৫০ গজ, প্রস্থে ৩০ গজ, আর কার্পেটের পুরো অংশটিই সোনালি সুতা ও রত্নখচিত। কার্পেটটির কেন্দ্রবিন্দুতে উদ্যানের কারুকাজ, পাতাগুলোতে পান্না বসানো। ফুলগুলো মুক্তার, গোলাপ কলিগুলো রক্তিম রুবি পাথরের নীলকান্তমণি